সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৩/০৪/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ‘বাংলা নববর্ষের নগরায়ণ’ শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা ২০২২

১৪২৮ বঙ্গাব্দের বিদায় এবং ১৪২৯ বঙ্গাব্দকে বরণ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ‘বাংলা নববর্ষের নগরায়ণ’ শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে কবি মিনার মনসুর বলেন, পহেলা বৈশাখ উদযাপনের উচ্ছ্বাস শুধু নয়, দিনদিন ফুলে ফেঁপে উঠছে তার বাজারও। বৈশাখের টানে লাখ লাখ মানুষ যে বউ-বাচ্চা, আত্মীয় পরিজন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, উপহার বিনিময় করছেন, একে অপরের সঙ্গে মিলছেন, মেলাচ্ছেন ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা, ধর্মান্ধতা ও সহিংসতার এই যুগে নিঃসন্দেহে এ এক বিশাল শক্তি। তারা এমন এক উপলক্ষ্যকে ঘিরে একত্রিত হচ্ছেন, আনন্দে মেতে উঠছেন যে উপলক্ষটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির। যে উপলক্ষটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির। তিনি আর বলেন, কেবল পহেলা বৈশাখেই নয়, সারা বছর ধরে নানা উপলক্ষে সচল রাখতে হবে এই ধারা। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে নজর বাড়ানোর আহ্বান করেন। এছারাও শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বাঙালির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চার ওপর সমানভাবে গুরুত্ব দেয়ার কথা তুলে ধরেন।

অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার আলোচনার শুরুতেই প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ দেন তাঁর সুলিখিত ও সুপঠিত প্রবন্ধের জন্য। নববর্ষের প্রথম দিনে সবার ভেতরে যে উচ্ছ্বাস, আবেগ, উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় সেটা সারা বছর ধরে রাখার আহ্বান করেন। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ঐতিহ্য চর্চার করার কথা তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব কে এম খালিদ, এমপি বলেন নববর্ষের নগরায়নের ফলে পহেলা বৈশাখের উৎসবটা এখন শহরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এজন্য উৎসবটা এখন আগের থেকে প্রসারিত হয়েছে। পান্তা ভাত, পান্তা ইলিশের ঐতিহ্য ও নববর্ষের চেতনা ধরে রাখতে হবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন বাঙালির বাংলা নববর্ষ পালন অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন উৎসব। পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতিসত্তার ঐতিহ্যবহন করে। নতুন বছরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

উল্লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ/ প্রচার করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

ড. শিহাব শাহরিয়ার
কীপার, জনশিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্তা সম্পাদক

ঢাকা।